৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩০ জুলাই ২০০৪

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
কার্টুন
রফিকুন নবী
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

দেশে সন্ত্রাস বাড়ছে। এ ব্যর্থতার দায়ভার গিয়ে পড়লো পুলিশ বাহিনীর ওপর। সন্ত্রাস দমনের জন্য অপারেশন ক্লিন হার্ট পরিচালিত হলো। সেনাবাহিনীকে দিয়ে। পরিস্থিতির উন্নতি হলো না। এরপর সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য গঠন করলো র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব। বলা হলো র‍্যাব স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করবে। সন্ত্রাস দমনে রাখবে কার্যকরী ভূমিকা। বিশাল ঢাকঢোল পিটিয়ে র‍্যাব বাহিনী গঠন করা হলো। সেনা, নৌবাহিনী, পুলিশ, বিডিআরের ডেপুটেশনে এনে র‍্যাব গঠিত হয়। রাজধানীতে ৪টিসহ মোট ৭টি র‍্যাব ব্যাটালিয়ন টিম কাজ করছে। র‍্যাবের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫ হাজার ৫২১ জন। এদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে ২ হাজার ৯৫টি। অস্ত্র রয়েছে ১৭ হাজার ১০৬টি। মাসে কোটি টাকা খরচ হচ্ছে র‍্যাব বাহিনীর জন্য।

র‍্যাব বাহিনী গঠনের পর দেশের আইনশৃঙ্খলার তেমন উন্নতি নেই। র‍্যাবের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। র‍্যাবের সবচেয়ে বড় সফলতা কি! র‍্যাব উদ্ধার করছে কিছু ফেনসিডিল। ভ্রাম্যমাণ পতিতা ধরতেও র‍্যাব বাহিনী ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো সন্ত্রাসী মারা গেলে র‍্যাবের সফলতা বলে প্রচার করা হচ্ছে। র‍্যাবের সবচেয়ে বড় সফলতা পিচ্চি হান্নানকে তারা নাকি গ্রেপ্তার করেছে।

র‍্যাব ক্রমেই বিতর্কিত হয়ে উঠছে। র‍্যাবের বিরুদ্ধে রয়েছে সন্ত্রাসের অভিযোগ। নিরীহ মানুষ ধরে তাদের নির্যাতন করে আয় করে নেয়ার ঘটনাও ঘটছে বলে শোনা যায়। র‍্যাব আহসান উল্লাহ মাস্টারের ১নং সাক্ষী সুমনকে বাড়ি থেকে ধরে আনে। তাদের হেফাজতে থাকা অবস্থায় সুমন মারা যায়। সুমনের পরিবারের সদস্যরা বলছে, র‍্যাব সুমনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এ পর্যন্ত র‍্যাবের নির্যাতনে ৮ জন মারা গেছে র‍্যাবের কার্যক্রম আরো সমালোচিত হয় মহাখালীস্থ অভিজাত এলাকার ডিওএইচএসে রাতের বেলা তারা আনাড়ি তল্লাশি চালায়। তারা সন্ত্রাসী, যৌনকর্মী ধরার নামে পরিচয় না দিয়েই এক সাবেক সেনা কর্মকর্তার বাড়ির গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। পুরো এলাকায় লঙ্কাকান্ড বাধিয়ে দেয়। র‍্যাবকে কি এখন ইনডেমনিটি দেয়া হবে!

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন গঠনের সময় জনগণকে যা বলা হয়েছিল, র‍্যাবের কার্যক্রমে তার প্রতিফলন হয়নি। র‍্যাব হয়ে উঠছে পুলিশের বিকল্প। বিশাল পুলিশ বাহিনী র‍্যাবের সামনে নিজেদের অসহায় মনে করছে। র‍্যাবকে দলীয় স্বার্থে, এমনকি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর স্বার্থেও কখনো ব্যবহার করা হচ্ছে। যা খুবই নিন্দনীয়।

দেশের সন্ত্রাস দমনে র‍্যাবের প্রয়োজন নেই। পুলিশ বাহিনীই যথেষ্ট। তবে পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমতা দিতে হবে। সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে হবে। আইনকে তার নিজের পথে চলতে দিতে হবে। তাহলে সন্ত্রাস এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

c"Q‡`i Qwe : Av‡bvqvi gRg`vi

কার্টুন